উচ্চ মনোবল

পৌঁছে দেয় সাফল্যের শিখরে

বই	উচ্চ মনোবল
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম
অনুবাদ	হাসান মাসরুর

উচ্চ মনোবল

পৌঁছে দেয় সাফল্যের শিখরে

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

উচ্চ মনোবল

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

জুমাদাল উলা ১৪৪১ হিজরি / জানুয়ারি ২০২০ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ৬৬৮ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhama.shop

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের প্রকৃত সাফল্যের সংজ্ঞাই আজ আমরা ভুলে বসেছি। বিস্মৃত হয়ে পড়েছি নিজেদের সোনালি অতীত সম্পর্কে। তাই তো দেখা যায়, কোথাও কোনো রকম একটা চাকরি জুটলেই, একটু পার্থিব অনুদান মিললেই আজ আমরা বেজায় খুশি। শত অন্যায়-অনাচারের মাঝে থেকে নিজেদের নিগৃহীত অবস্থান দেখেও স্বাচ্ছন্দ্যে বলি, এই তো বেশ আছি। বস্তুত, মনোবল যখন শূন্য হয়ে পড়ে, সাফল্যের প্রকৃত স্বরূপ যখন অজানা থাকে—তখন ভালো থাকার অবস্থা এমনই হয় মানুষের কাছে। আমাদের অতীত ও বর্তমানের দিকে তাকালেই স্পষ্ট যে, কত বিশাল ব্যবধান গড়ে উঠেছে সালাফে সালিহিন আর আমাদের মাঝে! সালাফের পথ থেকে আজ আমরা কত দূরে! ইলম শেখা-শেখানোর পথে কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা, দ্বীনের প্রচার-প্রসারে অবিরাম দাওয়াতের ময়দানে ছুটে চলা, দ্বীনের ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে আল্লাহর রাহে নিজের জান-মাল উৎসর্গ করা—দ্বীনের প্রতিটি অঙ্গনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের ক্ষেত্রে সালাফের তুলনা শুধু তাঁরাই। আর আমরা তো হলাম কেবল সংখ্যাধিক্যের পাল্লায় ভারী আর মুখে 'এটা কীভাবে সম্ভব?' 'এটা কীভাবে সম্ভব?' বুলি আওড়াতে থাকা দুর্বল ও মনোবলহারা! রাসুল ﷺ আমাদের সম্পর্কেই বলেছেন, (بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ) '...বরং তোমরা সেদিন সংখ্যায় অনেক হবে। কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো।...' অবশ্য এ লাঞ্ছনা-অপদস্থতা থেকে মুক্তির পথও তিনি বাতলে দিয়েছেন। প্রয়োজন শুধু আমাদের সে পথে ফিরে আসা—সালাফের মতো উচ্চ মনোবলে বলীয়ান হয়ে দ্বীনের ঝান্ডাকে সমুন্নত করা।

হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক, হীনম্মন্যতা ঝেড়ে আমরা যেন উচ্চ মনোবলে বলীয়ান হতে পারি, সালাফে সালিহিনের পদাঙ্ক অনুসরণের দীক্ষা লাভ করতে পারি, এ শিক্ষাই রয়েছে শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাইল আল-মুকাদ্দামের (علو الهمة) গ্রন্থটির পরতে পরতে। আর অতীব উপকারী এ গ্রন্থটির সরল অনুবাদই হলো, 'উচ্চ মনোবল - পৌঁছে দেয় সাফল্যের শিখরে'। গ্রন্থটির কলেবর একটু বড় হওয়ায় এবং এর শুরুর দিকে কিছুটা তাত্ত্বিক আলোচনা

আসায় পাঠকের অধ্যয়ন-আগ্রহে হয়তো ভাটা পড়তে পারে, তাই বলে রাখছি, হিম্মত ও আগ্রহের সাথেই পূর্ণ গ্রন্থটি পাঠ করতে হবে—বিশেষ করে শেষভাগের অধ্যায়গুলো পাঠ করে যেকোনো পাঠকই বিস্ময়ে অভিভূত হবেন যে, কত উন্নত ও উচ্চ মনোবলের অধিকারী ছিলেন আমাদের পূর্বসূরিগণ! জানতে পারবেন হীনম্মন্যতার বিবিধ কারণ এবং উচ্চ মনোবল অর্জনের পথ-পদ্ধতি সম্পর্কে। গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে আমরা যেন উচ্চ মনোবলে বলীয়ান হতে পারি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সেই তাওফিক দান করুন (আমিন)।

- হাসান মাসরুর

সূচিপত্র

লেখকের কথা ⁞ ১৩

প্রথম অধ্যায়
প্রবেশিকা

হিম্মত কী? ⁞ ১৯
মানব জন্মের সাথেই হিম্মতের উদ্ভব ⁞ ২১
হিম্মত ও ইলমের আবশ্যকতা ⁞ ২৩
ইলমি ও আমলি শক্তির দিক থেকে মানুষের প্রকারভেদ ⁞ ২৫
অন্তরই মনোবলের ক্ষেত্র ⁞ ২৯
মুমিনের মনোবল তার কর্মের চেয়েও শক্তিশালী ⁞ ৩০
মুমিনের শক্তি তার হৃদয়ে ⁞ ৩২
ইলম ও হিম্মতে হৃদয়ের জাগরণ ⁞ ৩৪
কেন তারা উত্তমের পরিবর্তে অনুত্তম কামনা করছে? ⁞ ৩৫
মানুষে মানুষে হিম্মতের পার্থক্য হয়, এমনকি প্রাণীতেও ⁞ ৩৮
হিম্মত মর্যাদার মাপকাঠি ⁞ ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
যেমন হতে হবে

যত কষ্ট তত অর্জন ⁞ ৪৫
উচ্চাভিলাষ দৃঢ়তাকে নষ্ট করে না ⁞ ৫৫

উচ্চ মনোবলের অধিকারী কখন অনুশোচনায় ভোগে? ⁞ ৫৮
একাকিত্বে ঘাবড়ে যেও না; মহান লক্ষ্যের পথযাত্রী কমই হয় ⁞ ৬৩
হীনবল লোকদের দুরবস্থা ⁞ ৬৭
সবচেয়ে যথার্থ নাম : হারিস ও হাম্মাম ⁞ ৭৭
আত্মার ঊর্ধ্বগামিতা আর দেহের নিম্নগামিতা ⁞ ৮০
উচ্চ মনোবলের অধিকারী উন্নত লক্ষ্য অর্জনেই কেবল সন্তুষ্ট হয় ⁞ ৮২
উচ্চ মনোবলসম্পন্ন লোকের সংখ্যা স্বল্প ⁞ ৮৭
উচ্চ মনোবলের অধিকারী জান্নাত ছাড়া সন্তুষ্ট হতে পারে না ⁞ ৯২
দুনিয়া মৃত-লাশের ন্যায় আর সিংহ কখনো মৃত-লাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে না ⁞ ৯৬
কাফির কেন উচ্চ মনোবলের অধিকারী হতে পারে না? ⁞ ৯৭
দুনিয়ার সম্পদকে সালাফ তুচ্ছ মনে করতেন ⁞ ১১৪
উচ্চ মনোবলের অধিকারী নিজ গুণে মহান,
বাপ-দাদার উত্তরাধিকারে নয় ⁞ ১৩২
উচ্চ মনোবলের অধিকারী আত্মমর্যাদাশীল এবং
নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত ⁞ ১৪৭
নিম্ন মানসিকতার লোকেরা হীনম্মন্যতার শিকার ⁞ ১৬৪
জরুরি কিছু পার্থক্য ⁞ ১৬৪
উন্নত সত্তা ও উদ্ধত আত্মার পার্থক্য ⁞ ১৬৫
অহংকার বনাম আত্মমর্যাদা ⁞ ১৬৫
নম্রতা বনাম নীচতা ⁞ ১৫৮
হিংসা বনাম প্রতিযোগিতা ⁞ ১৬৯
দ্বীনি নেতৃত্ব ও দুনিয়াবি নেতৃত্বের মাঝে পার্থক্য ⁞ ১৭২

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও সুন্নাহতে উচ্চ মনোবলের প্রতি উৎসাহ ⁞ ১৮৩
ইসলামি স্বভাব হলো সর্বোচ্চ হিম্মতের অধিকারী হওয়া ⁞ ২০৩
সাহাবিগণ ছিলেন উম্মাহর মাঝে সর্বোচ্চ হিম্মতের অধিকারী ⁞ ২০৪

চতুর্থ অধ্যায়
উচ্চ মনোবলের ক্ষেত্রসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইলম অর্জনে সালাফে সালিহিনের উচ্চ মনোবল ⁞ ২০৯
ইলম অর্জনে সালাফের আগ্রহ ⁞ ২১৫
অল্প দিনে হাদিসের কিতাব পড়ে শেষ করা ⁞ ২২৬
ইলম অর্জনে দূর-দূরান্ত সফর করা ⁞ ২২৮
ইলমের পথে দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন ⁞ ২২৯
ইলমের পথে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগব্যাধি,
বিপদাপদ ও জীবননাশের ঝুঁকিসহ নানাবিধ কষ্ট সহ্য করা ⁞ ২৩২
ইলমের পথে বিনিদ্র রজনী ⁞ ২৩৫
আলিমদের মজলিসে অংশগ্রহণ ⁞ ২৪৫
ইলম অর্জনে সময়ের মূল্যায়ন ⁞ ২৫১
ইলমি আলোচনায় উচ্চ মনোবলের পরিচয় ⁞ ২৫২
ইলম মুখস্থকরণে উচ্চ মনোবলের বহিঃপ্রকাশ ⁞ ২৫৪
কিতাবের প্রতি অনন্য ভালোবাসা ⁞ ২৫৮
ইলমের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদানে সালাফের উচ্চ মনোবল ⁞ ২৬৪
লিখন-প্রণয়নে সালাফের উচ্চ মনোবল ⁞ ২৬৭
হিম্মত জানে না বার্ধক্য কাকে বলে ⁞ ২৭৪
শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ইলম শেখা ও শেখানো ⁞ ২৮০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইবাদত ও অবিচলতায় সালাফের উচ্চ মনোবলের পরিচয় ⁞ ২৮৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যানুসন্ধানে উচ্চ মনোবলের পরিচয় ⁞ ২৯৩
সালমান আল-ফারসি ﵁ : সত্যান্বেষণে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ⁞ ২৯৩
সত্যানুসন্ধানে আবু জার গিফারি ﵁ ⁞ ২৯৯
শাইখ আবু মুহাম্মাদ আত-তারজুমান

আল-মাইয়ুরকি ﵀-এর উচ্চ মনোবল ⁞ ৩০২
সত্য দ্বীনের সন্ধানে ভাই রাহমাহ বুরনুমু-এর উচ্চ মনোবল ⁞ ৩১৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে উচ্চ মনোবল
উচ্চ মনোবলের অধিকারী উম্মাহকে নিয়ে চিন্তা করে ⁞ ৩৩৪
দায়ির তৎপরতা ⁞ ৩৪১
তৎপরতা হলো আত্মার জাগরণ ⁞ ৩৪৩
আল্লাহর পথে দাওয়াতে সালাফের উদ্যম-তৎপরতার কিছু দৃষ্টান্ত ⁞ ৩৫৫
সাধারণের মাঝে জ্ঞান বিতরণে সালাফের আগ্রহ-উদ্দীপনা ⁞ ৩৫৬
সালাফ : দ্বীনের স্বার্থে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন যারা ⁞ ৩৫৭
চেষ্টা ও তৎপরতায় রয়েছে বারাকাহ ⁞ ৩৬৭
একজন ফাসিক : দায়ির হারানো সম্পদ ⁞ ৩৭১
বাতিলের সাহায্যে কাফিরদের তৎপরতা ⁞ ৩৭৩
এসো, আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জাবোধ করি ⁞ ৩৮০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জিহাদের পথে দৃঢ় মনোবল ⁞ ৩৮৯
ইসলামের অশ্বারোহী সুরমারি ﵀-এর উচ্চ মনোবল ⁞ ৪১৪
লুলু আল-আদিলি ﵀-এর উচ্চ মনোবল ⁞ ৪১৭

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মনোবলশূন্য উম্মাহর অবস্থা ⁞ ৪২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হীনবল হওয়ার কারণ ⁞ ৪৩৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনোবল বৃদ্ধির পথ ও পদ্ধতি ⁞ ৪৫২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমাদের শিশুরা এবং উচ্চ মনোবল ⁞ ৪৭৭

শিশুরাই উম্মাহর ভবিষ্যৎ ⁞ ৪৭৭

উচ্চ মনোবল শৈশব থেকেই প্রকাশ পায় ⁞ ৪৮২

তাদের চেহারায় যেমন প্রতিভার নিদর্শন আছে,
তেমনই তাদের কথায়ও প্রতিভার নিদর্শন আছে ⁞ ৪৮৮

প্রতিভাবানদের উচ্চ মনোবল : মর্যাদা অর্জনের সংক্ষিপ্ত পথ ⁞ ৪৯৭

উৎসাহ প্রদান এবং হিম্মতের জাগরণে এর প্রভাব ⁞ ৫১১

বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে গনিমত মনে করো ⁞ ৫২৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উম্মাহ ও ব্যক্তি সংশোধনে উচ্চ মনোবলের প্রভাব ⁞ ৫৩১

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের কথা

পবিত্রতা ও বরকতপূর্ণ সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যেমনটি আমাদের প্রতিপালক পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্ট হন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তাঁর অফুরন্ত নিয়ামতের জন্য, যে নিয়ামতের সাগরে আমরা ডুবে রয়েছি প্রতিনিয়ত। প্রশংসা করছি সে মহান সত্তার—তিনিই প্রকৃত অভিভাবক, তিনিই প্রশংসার যোগ্য। ক্ষমা প্রার্থনা করছি তাঁরই নিকট; তিনিই তো তাওবাকবুলকারী এবং সঠিক পথের দিশা-দানকারী।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তাঁর কোনো শরিক নেই। এমন সাক্ষ্য, যার দ্বারা আমরা লাভ করতে পারব তাঁরই অনুগ্রহ; প্রশমিত হবে তাঁর ক্রোধ; সঞ্চিত থাকবে তাঁর দয়া সেদিনের জন্য—

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

'যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো উপকারে আসবে না।'[১]

إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

'তবে যে নির্মল অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।'[২]

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল; তাঁর সৃষ্টির সেরা এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু। আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি—যাঁরা হিদায়াতপ্রাপ্তদের জন্য তারকাসদৃশ এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তোপস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হোন প্রিয় নবিজির পুণ্যবান সাহাবিদের প্রতি—যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যের হক যথাযথভাবে আদায় করেছেন; তাঁর শরিয়তের হিফাজত করেছেন এবং তা পৌঁছে দিয়েছেন পুরো উম্মাহর নিকট—তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ জাতি, যাঁদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণার্থে।

১. সুরা আশ-শুআরা : ৮৮
২. সুরা আশ-শুআরা : ৮৯

হামদ ও সালাতের পর...

এক শতাব্দী কালের ভেতরে মুসলিমরা উন্নতির এমন শিখরে আরোহণ করেছিল যে, গোটা পৃথিবী তাদের শক্তি ও ক্ষমতা, ইলম ও প্রজ্ঞা, আলো ও হিদায়াতে পূর্ণ হয়ে গেল। তারা অধীন করে নিয়েছিল অন্য সব জাতি-গোষ্ঠীকে—চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল কুফরি রাজ্যগুলোকে। ফলে এশিয়াবাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হলো তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। আফ্রিকা-ইউরোপবাসীর হৃদয়রাজ্যও তাদের দখলে এল। তারা নিজেদের ধর্ম-মতবাদ, ভাষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিদ্যাকে পরিত্যাগ করেছে এমন দ্বীনের জন্য—হৃদয়গুলো যার জন্য অবনত, জবান যার প্রশংসায় অবিরত। তাদের মধ্যে তৈরি হলো অনুপম উপমা। তারা ছিলেন 'শ্রেষ্ঠ উম্মত'—যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ছিলেন মানবতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। অথচ কিছু দিন পূর্বেও তারা ছিলেন শতধা বিভক্ত। তাদের মাঝে ছিল না কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা, ছিল না (আলোকিত) কোনো জ্ঞানবিদ্যা ও বিধান-সংবিধান।

মুসলিমরা সে সময়টি অতিক্রম করেছে—যখন যুগ তাদের প্রভাবে প্রকম্পিত হয়েছে; ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করেছে তাদের কারনামায়। তারা জানতেন, কী শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি। জানতেন, ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের নিয়মনীতি। তারা দৃঢ়তার সাথে বিরল সকল পদ্ধতি আর প্রতিরোধশক্তি নিয়ে এ পথে গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন, সূক্ষ্মতার সাথে পথের সকল উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কেমন যেন একটি স্পষ্ট ও বিস্তারিত মানচিত্র ছিল তাদের সামনে। যা তাদের ইলমি শক্তি এঁকেছিল স্বীয় মনন জগতে। গন্তব্যের চূড়ান্তে পৌঁছাতে ইন্ধন হিসেবে যে পাথেয় তারা সাথে নিয়েছিলেন, তা ছিল আমলি শক্তি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

'ইলম' ও 'দৃঢ় ইচ্ছা'—এ দুটোই মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার রহস্য। এ দুটোর মাধ্যমেই তারা অন্য সকল জাতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল অন্যান্য সবার ওপর।

'ইলম' রাষ্ট্র, রাজনীতি, ধনসম্পদ ও কলমের ওপর কর্তৃত্ব করে। জ্ঞানে অসমৃদ্ধ রাষ্ট্র কখনো স্থায়ী হয় না। ইলমবিহীন তরবারি খেলনার ছুরি। জ্ঞানহীন কলম

তামাশাকারীর নাড়াচাড়া। ইলম এ বিষয়গুলোর ওপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু এর কোনোটিই ইলমের ওপর কর্তৃত্ব করে না।

আমরা এখানে ইলমের মর্যাদা ও ফজিলত নিয়ে আলোচনা করব না। কেননা, এর আলোচনার পরিধি বেশ বিস্তৃত। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক আলিমই ইলমের মর্যাদা ও গুরুত্ব নিয়ে লেখালেখি করেছেন। আমরা আলোচনা করব ইলমের একটি অংশ নিয়ে। যা মর্যাদাবান মানুষ হতে সাহায্য করবে। প্রেরণা জোগাবে নতুন করে উম্মাহকে জাগিয়ে তোলতে। আমাদের আলোচনা হবে আমলি শক্তি নিয়ে—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে। আলোচনা হবে বড় হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে।

প্রথম অধ্যায়

প্রবেশিকা

হিম্মত কী?

কোনো কাজ সাধিত হওয়ার জন্য যার মাধ্যমে কর্তা প্ররোচিত হয়, তাকে বলে الهَمُّ।

আর الهمة (আল-হিম্মাহ) হচ্ছে, কাজের উদ্দীপক মনোবল। মনোবল উচ্চও হতে পারে, আবার নিম্নও হতে পারে।

মিসবাহুল লুগাতে বলা হয়েছে, হিম্মত হলো প্রাথমিক সংকল্প। কখনো কখনো দৃঢ় সংকল্প অর্থেও ব্যবহৃত হয় এটি। তখন বলা হয় 'তাঁর দৃঢ় সংকল্প রয়েছে।'

কেউ কেউ বলেন, علو الهمة (উলুয়্যুল হিম্মাহ) তথা উচ্চ মনোবল হলো বড় বড় উদ্দেশ্য সাধনকে সহজ ও অনায়াস মনে করা।[৩]

আরও বলা হয় যে, 'উচ্চ মনোবল' হলো নিজেকে এমন লক্ষ্যে পরিচালিত করা, ইলম ও কর্মে যা নিজের পক্ষে সম্ভব।

ইমাম জুরজানি ﵀ 'আত-তারিফাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, هم (হাম্মুন) হলো, কোনো কাজ সম্পাদনের আগে তার ওপর হৃদয়কে দৃঢ় করে নেওয়া; চাই সে কাজ ভালো হোক কিবা মন্দ।

আর পূর্ণতা অর্জন বা অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মিক সকল শক্তির সাথে অন্তর ও ইচ্ছাকে সত্যের পক্ষে নিবিষ্ট করার নাম হিম্মত।[৪]

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন :

الهَمُّ থেকে فِعْلَةٌ ওজনে গঠিত হয় الهِمَّةُ শব্দটি। الهَمُّ অর্থ প্রাথমিক সংকল্প। কিন্তু الهِمَّةُ শব্দটি নির্দিষ্টভাবে 'চূড়ান্ত সংকল্প' অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং الهَمُّ শব্দটি হলো সংকল্পের প্রাথমিক পর্যায়, আর الهِمَّةُ হলো তার চূড়ান্ত পর্যায়।

৩. রাসায়িলুল ইসলাহ : ২/৮৬
৪. আত-তারিফাত, পৃষ্ঠা নং ৩২০

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀-কে হাদিসে কুদসির অংশবিশেষ বলতে শুনেছি, 'আমি কোনো জ্ঞানীর কথার প্রতি লক্ষ করি না; বরং আমি লক্ষ করি মানুষের হিম্মতের প্রতি।'

সাধারণ মানুষজন বলে, মানুষ মূল্যায়িত হয় তার সুন্দর কর্মের মাধ্যমে। কিন্তু বিশেষ ব্যক্তিরা বলেন, মানুষের মূল্যায়ন তার লক্ষ্য ও অভিলাষে।

'আল-মানাজিল' গ্রন্থ-প্রণেতা বলেন, 'হিম্মত হলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিশুদ্ধভাবে উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত হওয়া। ফলে উদ্দীপনার অধিকারী নিজেকে সংবরণ করতে পারবে না এবং অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না; (বরং সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সাধনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।)'

এখানে 'কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত হওয়া' দ্বারা বোঝানো হয়েছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মনোবল ও স্বপ্ন এমনভাবে ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে, যেমন গোলামের ওপর মালিকের কর্তৃত্ব থাকে।

'বিশুদ্ধভাবে' বান্দার ইচ্ছা ও স্বপ্ন যখন আল্লাহ তাআলার হকের সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং সেটি হবে সততা ও একনিষ্ঠতা বজায় রেখে কেবল আল্লাহর জন্য, তখনই তা 'আল-হিম্মাতুল আলিয়া' বা 'উচ্চ মনোবল' বলে গণ্য হবে।

'উদ্দীপনার অধিকারী নিজেকে সংবরণ করতে পারবে না' তথা এমন ব্যক্তি অবহেলা করবে না। লক্ষ্য অর্জনে তার তর সইবে না। কেননা, হিম্মতের উৎসাহ-উদ্দীপনায় সে উদ্দীপ্ত। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে স্বীয় দৃঢ় মনোবলের কারণে অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না সে। এমন উচ্চ মনোবলের অধিকারী লক্ষ্য অর্জনে দ্রুতগামী হয়—উদ্দেশ্য পূরণে হয় সফলকাম, যদি দুর্লঙ্ঘ্য কোনো বাধাবিপত্তির আগমন না ঘটে তার সম্মুখে। বস্তুত আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।[৫]

তিনি আরও বলেন, 'উচ্চ মনোবল হলো, তুমি শুধু আল্লাহর সামনেই দাঁড়াবে। তাঁর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে অপর কিছু বিনিময় হিসেবে চাইবে না। তাঁকে ছাড়া ভিন্ন কিছুতে সন্তুষ্ট হবে না। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিদান, তাঁর

৫. মাদারিজুস সালিকিন : ৩/৩-৪

নৈকট্য ও ভালোবাসা এবং তাঁর মাধ্যমে আনন্দ ও প্রফুল্লতা অর্জন—এসব তুমি নশ্বর নিকৃষ্ট কোনো জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে না। উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তির অবস্থান সর্ব ঊর্ধ্বে উড়ন্ত পাখির ন্যায়। নিম্নগামিতায় সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। অন্যদের ওপর আপতিত বিপদ-দুর্যোগ তার কাছে পৌঁছায় না। কেননা, মনোবল যত উচ্চ হবে, বিপদাপদ থেকে তত দূরত্ব বাড়বে। আর মনোবল যতই নিচে নামবে, ততই দুর্যোগের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে হবে। সব দিক থেকে বিপদাপদ ধেয়ে আসবে। কারণ, বিপদাপদ নিম্নগামী এবং তা আকর্ষণ করে নিম্ন ভূমিতে। উচ্চ স্থানে উঠতে সক্ষম হয় না যে সেখান থেকে টেনে আনবে। তবে নিম্ন স্থান থেকে আকর্ষণ করতে পারে। তাই বলি, উচ্চ মনোবল সফলতার চাবিকাঠি। পক্ষান্তরে দুর্বল মনোবল বঞ্চিত হওয়ার কারণ।'[৬]

হিম্মত হলো কাজের সূচনা। কর্মের প্রবেশিকা। জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি বলেন, 'নিজ হিম্মতকে হিফাজত করো। কারণ, সকল কর্মের সূচনা হলো হিম্মত। যার হিম্মত ঠিক থাকে এবং তাতে যদি সে সততার ওপর থাকে, তার সামনের কর্মও সঠিক হয়ে যায়।'[৭]

উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ বিন জাবইয়ান ﵀ বলেন, 'কালব গোত্রীয় আমার এক মামা ছিলেন। তিনি আমাকে বলতেন, "হে উবাইদ, হিম্মত করো। নিশ্চয় হিম্মত হলো পুরুষত্বের অর্ধেক।"'

মানব জন্মের সাথেই হিম্মতের উদ্ভব

ইবনুল জাওজি ﵀ বলেন :

'হীনতার কারণেই উচ্চ মনোবল নষ্ট হয়। অন্যথায় যখন অভিলাষ সুউচ্চ হয়, তখন নিম্ন মানে তুষ্টি আসে না। আর দলিল দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, মানুষের জন্মের সাথেই হিম্মতের উদ্ভব ঘটে। তবে কখনো কখনো তা দুর্বল হয়ে পড়ে। অনুপ্রেরণা পেলে হিম্মত আবার সচল হয়ে ওঠে। তাই

৬. মাদারিজুস সালিকিন : ৩/১৭১-১৭২
৭. বাসায়িরুন তারবাবিয়্যাহ : ১৩৭

নিজের মাঝে দুর্বলতা দেখলে অনুগ্রহকারী মহান সত্তার কাছে প্রার্থনা করবে। আলসেমি এলে সাহায্য কামনা করবে মহান তাওফিকদাতার কাছে। কেবল তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই তুমি লাভ করতে পারবে সমূহ কল্যাণ। কে আছে এমন, যে তাঁর কাছে এসে ফিরে যায়! আর কে আছে তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে সফলতা পায়! অথবা নিজের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়?'[৮]

শাইখ ﷺ-এর কথা 'তবে কখনো কখনো হিম্মত দুর্বল হয়ে পড়ে' এটি হয় অক্ষমতা বা অলসতার কারণে, অথবা শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণে, কিংবা কুপ্রবৃত্তির সামনে হাঁটু গেড়ে দেওয়ার কারণে, কিংবা মন্দ আত্মার মন্দকে সাজিয়ে তোলার কারণে। এ সময় হিম্মতকে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। সতর্কতা বা উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। এমতাবস্থায় নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, তুমি কার সন্তুষ্টি তালাশ করছ? কোন সুখের প্রতি উৎসুক হয়ে আছ বা কোন শাস্তিকে ভয় করছ? যেমনটা করেছেন এক মহান বীর—যার নাম পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি। আসলে নিজেকে সে আড়াল করে রাখায় তা জানা সম্ভব হয়নি। তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, আল্লাহ তাআলা সব জানেন। তিনিই একক সত্তা, যিনি তাকে যথাযথ প্রতিদান দেবেন।

আব্দুল্লাহ বিন কাইস আবু উমাইয়া আল-গিফারি ﷺ বলেন :

'আমরা কোনো এক যুদ্ধে ছিলাম। শত্রুরা উপস্থিত হলে মানুষের মাঝে হইচই পড়ে গেল। সবাই নিজ নিজ কাতারে ফিরে গেল। আমি লক্ষ করলাম, আমার সামনে এক লোকের আবির্ভাব হয়েছে। আমার ঘোড়ার মাথা তার ঘোড়ার পেছনেই ছিল। সে নিজেকে লক্ষ্য করে বলছে, "হে আমার নফস, আমি কি অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি? তুমি আমাকে বলেছিলে, আমি ও আমার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাব। তখন কি আমি তোমার কথা শুনে ফিরে এসেছি? আল্লাহর শপথ, আজ আমি তোমাকে আল্লাহর সামনে সঁপে দেবো। তিনি তোমাকে গ্রহণ করুক বা না করুক।" আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। এরপর মানুষজন শত্রুদের ওপর আক্রমণ শুরু করল। সে ছিল তখন সবার অগ্রভাগে। পরক্ষণে শত্রুরা আমাদের ওপর

৮. লাফতাতুল কাবিদ ইলা নাসিহাতিল ওলাদ

আক্রমণ করলে মানুষজন পেছনে সরে পড়ল। এ সময় সে ছিল সবার পেছনে। তারপর আবার লোকেরা হামলা করলে সে ছিল সবার আগে। পুনরায় শত্রুরা আক্রমণ করলে লোকেরা পেছনে সরে আসলো, আর সে ছিল সবার পেছনে।' বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহর শপথ, এভাবেই চলতে থাকল। অবশেষে আমি তাকে ভূপাতিত দেখলাম। দেখলাম, তাঁর শরীর ও বাহন-জন্তুর দেহে ষাটেরও অধিক বর্শার আঘাত!'[৯]

হিম্মত ও ইলমের আবশ্যকতা

দ্বীনের পথের পথিকের জন্য এমন হিম্মত আবশ্যক, যা তাকে এ পথে পরিচালিত করবে। ধাবিত করবে উন্নতির দিকে। তার এমন ইলমের প্রয়োজন, যা তাকে পথ দেখাবে। তাকে পরিচালিত করবে সঠিকভাবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়্যাহ ﵀ বলেন :

'যখন আল্লাহ তাআলার দয়া ও প্রজ্ঞার দাবি ছিল, আদম ﵇ ও তাঁর পরিবারকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া, তখন এর বিনিময়টা এর চেয়ে বড় কিছু দেওয়াই উচিত। আর সেটি হলো, আল্লাহ তাআলার দেওয়া প্রতিশ্রুতি, যেটিকে তিনি মানুষের জন্য নিজের নৈকট্যের মাধ্যম বানিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট পথ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যে সে পথ আঁকড়ে ধরবে, সে সফলতা ও হিদায়াত পাবে। আর যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে অবশ্যই হতভাগ্য ও দিকভ্রান্ত হবে। আল্লাহ তাআলার এ প্রতিশ্রুতি, সঠিক পথ ও মহা সুসংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র পথ হলো, ইলম ও ইরাদাহ (ইচ্ছাশক্তি)।

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি হলো আল্লাহর নৈকট্যলাভের দরজা। আর ইলম হলো সে বন্ধ দুয়ারের চাবি। প্রতিটি মানুষের পূর্ণতা লাভ হয় এ দুটি জিনিসে—সুউচ্চ মনোবল, যা তার উন্নতি সাধন করবে এবং ইলম, যা তাকে বিচক্ষণতা দান করবে এবং সঠিক পথ দেখাবে। বান্দার সৌভাগ্য ও সফলতার স্তরসমূহের ব্যবধান ঘটে এ দুটি দিক থেকে অথবা এর যেকোনো একটি দিক থেকে। সে হয়তো সফলতা ও কল্যাণের স্তরসমূহ সম্পর্কে কোনো ইলম রাখে না,

৯. সিফাতুস সাফওয়া : ৪/৪২১

যার ফলে সেগুলো অর্জনের জন্য সামান্যও কোশিশ করে না। অথবা এগুলো সম্পর্কে অবহিত তো থাকে, কিন্তু অর্জন করার মতো মনোবল তার মাঝে থাকে না। ফলে সে সব সময় নিজের নীচু প্রকৃতিতে বন্দী থাকে। তার হৃদয় সর্বদা নিজের জন্য সংকীর্ণতা ও দুরবস্থার মাঝেই আটকে থাকে। সজল চোখে নিজেকে সে চতুষ্পদ জন্তুর মতো ছেড়ে দেয় ঘাস খাওয়ার তরে। তার মাঝে ও জন্তুর মাঝে বলতে গেলে কোনো তফাতই থাকে না। আরাম ও কর্মহীনতাই তার কাছে উৎকৃষ্ট মনে হয়। অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তাই যেন তার পরম প্রাপ্তি। সে এমন ব্যক্তির মতো নয়, যার জন্য পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। ফলে সে যাত্রা শুরু করেছে পতাকা-অভিমুখী হয়ে। যার লক্ষ্য অর্জনের পথে তার জন্য বরকত ঢেলে দেওয়া হয়েছে। আর তা-ই সে আঁকড়ে ধরে তার ওপর অবিচল রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পথে হিজরতের তামান্না তার হৃদয়ে জাগরূক আছে। নিজের গন্তব্যের অভিযাত্রী ছাড়া বাকি বন্ধুদের সে বিদায় জানিয়েছে।

যেহেতু লক্ষ্যের পূর্ণতা অনুযায়ী ইচ্ছার পূর্ণতা আসে। বিষয়বস্তু অনুযায়ীই ইলমের মর্যাদা হয়ে থাকে। তাই বান্দার চূড়ান্ত সফলতা ও একমাত্র জীবন হচ্ছে, তার ইচ্ছাশক্তিটা এমন লক্ষ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত করা—যা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার এবং যা হাতছাড়া করা যায় না। বান্দা নিজের দৃঢ় সংকল্পসমূহ এমন সত্তার সামনে পেশ করবে, যিনি চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। মহৎ এ লক্ষ্য অর্জন ও পূর্ণতা প্রাপ্তির একমাত্র পদ্ধতি হলো জ্ঞানের সে উত্তরাধিকার, যা রেখে গেছেন রাসুলুল্লাহ ﷺ—যাঁকে আল্লাহ তাআলা এ ইলমের প্রতি আহ্বানকারী এবং এ পথে রাহবার হিসেবে পাঠিয়েছেন; যাঁকে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে মাধ্যম বানিয়েছেন; বান্দাদেরকে শান্তির আবাসের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের রেখে যাওয়া মাধ্যমেই কারও জন্য ইলমের দ্বার উন্মোচন করেন। দ্বীনের পথের এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি চেষ্টা তখনই গ্রহণীয় হবে, যখন তার শুরু ও শেষ হবে রাসুল ﷺ-এর অনুসরণে।[১০]

১০. মিফতাহু দারিস সাআদা : ১/৫৯

ইলমি ও আমলি শক্তির দিক থেকে মানুষের প্রকারভেদ

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন :

'মানুষের পূর্ণতা নির্ভর করে দুটি নীতির ওপর ভিত্তি করে : এক. হক ও বাতিল চিনতে পারা। দুই. হককে বাতিলের ওপর প্রাধান্য দিতে পারা।'[১১] বস্তুত, দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দাদের মর্যাদার তারতম্য হয় এ দুটির পার্থক্যের ভিত্তিতে। এ দুটি নবিদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রশংসা করে বলেন :

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

"আর স্মরণ করো, আমার বান্দা ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা—তাঁরা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।"[১২]

(الْأَيْدِي) অর্থাৎ সত্যকে বাস্তবায়নের শক্তি। আর (وَالْأَبْصَارِ) হলো দ্বীনের ব্যাপারে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের দান করেছেন হকের পূর্ণ উপলব্ধি। দিয়েছেন পূর্ণভাবে তা বাস্তবায়নের শক্তি ও মনোবল। এখানেই মানুষ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আর বান্দাদের মাঝে আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সর্বোচ্চ স্তরের বান্দা হলেন এঁরাই—নবিগণ ﷺ।

দ্বিতীয় প্রকার : (এ শ্রেণির লোক) নবিদের সম্পূর্ণ বিপরীত। যাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই। এবং সত্য বাস্তবায়নেও কোনো ক্ষমতা নেই।

---

১১. কতিপয় সালাফ এই দুআ করতেন : (اللَّهُمَّ أرني الحق حقاً وأرزقني إتباعه وارني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه) - 'হে আল্লাহ, আমাকে সত্যের পথ দেখান, আর তার অনুসরণ করার তাওফিক দিন। বাতিল পথ দেখিয়ে দিন, আর তা বর্জন করার তাওফিক দিন।' এ তাওফিকপ্রাপ্ত বান্দাগণ হলেন তারা, যারা প্রকৃত ইলম লাভ করেছেন, যারা আমলে দৃঢ় শক্তিমান। তাদের কথাই কুরআনে কারিমে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ- 'যারা ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে।' তাদের ব্যাপারে আল্লাহ আরও বলেন : أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا - 'আর যে মৃত ছিল, অতঃপর তাকে আমি জীবিত করেছি, তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করেছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে—সে কি ওই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেখান থেকে বের হতে পারছে না?' (সুরা আল-আনআম : ১২২)। জীবনদানের অর্থ দৃঢ় সংকল্পে সজ্জিত করা। আলো দেওয়ার অর্থ ইলম প্রদান করা। আর এমন দৃঢ় সংকল্পে সজ্জিত লোকদের সর্বাগ্রে হলেন নবি-রাসুলগণ।

১২. সুরা সদ : ৪৫

সৃষ্টির মাঝে এ দলটিই ভারী। এরাই সেসব মানুষ, যাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়েছে। তাদের আত্মা জ্বরগ্রস্ত হয়ে গেছে। তাদের হৃদয় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এদের কারণে জমিন সংকীর্ণ হয়ে যায়। পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়। অসৎ ও দুষ্ট লোকেরাই এদের সংশ্রবে উপকৃত হয়।

তৃতীয় প্রকার : সত্যের ব্যাপারে যাদের দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। কিন্তু তা ক্ষীণ। সত্যকে বাস্তবায়ন করার শক্তি তাদের মধ্যে নেই। সত্যের প্রতি দাওয়াতও দিতে পারে না এরা। এটাই হলো দুর্বল মুমিনের অবস্থা। কিন্তু শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়।

চতুর্থ প্রকার : যাদের শক্তি, উচ্চ মনোবল ও দৃঢ় সংকল্প রয়েছে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে তারা ক্ষীণ দৃষ্টির অধিকারী। তারা শয়তানের বন্ধু ও রহমানের বন্ধুদের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না; বরং তারা সব কালোকেই খেজুর মনে করে, সব সাদাকেই মাখন ভাবে। আবার শরীর ফুলে যাওয়াকেই সুস্বাস্থ্য ভেবে বসে। অন্যদিকে উপকারী ওষুধকে ভাবে বিষ।

এখানকার প্রথম শ্রেণিটিই কেবল দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের যোগ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করত—যতদিন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।"[১৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা ধৈর্যধারণ ও আল্লাহ তাআলার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে দ্বীনের নেতৃত্ব অর্জন করেছে। এরা ওই সকল লোক, যাদের তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের কাতার থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আসরের কসম করেছেন—যা সফল ও ক্ষতিগ্রস্ত উভয় শ্রেণির পরিশ্রমের সময়। তিনি এ সুরাতে যাদের কথা বলেছেন, যে সকল গুণের কথা বলেছেন, সে সকল গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরা ছাড়া বাকি সকলেই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

১৩. সুরা আস-সাজদা : ২৪

وَالْعَصْرِ -إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"সময়ের কসম, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, উপদেশ দেয় সবরের।"[১৪-১৫]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ আরও বলেন :

'কতক মানুষের পর্যাপ্ত ইলমি শক্তি রয়েছে—তাদের নিকট সঠিক পথ স্পষ্ট। স্পষ্ট গন্তব্য, সুব্যক্ত সঠিক পথের দিশা। এ পথের বাধাবিপত্তি সবকিছুর ব্যাপারেই তাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু তাদের ইলমি শক্তির ওপর আমলি শক্তি প্রবল নয়। এরা আমলি শক্তির দিক থেকে দুর্বল, সত্য উপলব্ধি করেও তদনুযায়ী আমল করে না। সত্য কথা বলা ও সৎপথে চলার মাঝে তারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি দেখে—ফলে তারা ভীত হয়ে সরে আসে, কষ্টে পা দিতে চায় না। চায় কেবল শান্তিতে শয়ান থাকতে।[১৬] কিন্তু আদতে যে ভয়ে তারা ভীত ছিল, শেষ পর্যন্ত তা থেকে আর বাঁচতে পারে না। তারা এমন ফকিহ, যারা এখনো আমলের ময়দানে হাজির হয়নি। কিন্তু যখন প্রাজ্ঞ লোকেরা আমলে প্রবৃত্ত হতে চান, তখন জাহিলরা পেছন থেকে তাদের টেনে ধরে। প্রকৃত ইলম থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বর্তমানে ইলমের ময়দানে যারা আছেন, তাদের অধিকাংশের অবস্থা এমনই। এ থেকে কেবল সে ব্যক্তিই মুক্ত, যাকে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে রক্ষা করেছেন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আর কতক মানুষের আমলি ইচ্ছাশক্তি বেশি। তাদের মাঝে ইলমের তুলনায় আমলি শক্তিটাই প্রবল থাকে। আমলি শক্তি তাকে আদর্শ ও চরিত্রের ওপর

.....

১৪. সূরা আল-আসর : ১-৩

১৫. আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা নং ৮২।

১৬. তাদের উদাহরণ কবির কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

'তাদের কাছে কুফরিকে নিকৃষ্ট মনে হয় না যে, তারা তাকে ঠেকাবে।
কারণ, কুফরির সাথে তারা বেঁধে দেওয়া তিরটা দেখেনি, তাই তারা নড়ে না।

তুলে আনে। তাকে দুনিয়াবিমুখ করে তোলে। উৎসাহিত করে রাখে আখিরাতের প্রতি। এমন ব্যক্তি আমলের দিকে একাগ্র হয়ে সেদিকেই ছুটে যায়। কিন্তু এ লোকটি আকিদার ক্ষেত্রে আসন্ন সন্দেহ-শুবহাতের ব্যাপারে অন্ধ। আমল, কথাবার্তা, বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থানের বিকৃতির ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকে। প্রথম ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার সামনে দুর্বল ছিল। ঠিক তেমনই দ্বিতীয় ব্যক্তি সন্দেহ-সংশয়ের সামনে দুর্বল। দ্বিতীয় ব্যক্তির রোগ হলো অজ্ঞতা। আর প্রথম ব্যক্তির রোগ হলো ইচ্ছাশক্তির অভাব এবং দুর্বল বিবেক। এটাই (অজ্ঞতা) হলো অধিকাংশ ফকির-দরবেশ ও সুফিদের পথে চলা লোকদের অবস্থা। যারা ইলমের পথে না হেঁটে জজবা, মজা বা অভ্যাসের পথে হাঁটে। তাদের কেউ কেউ নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই অজ্ঞ। সে জানে না যে, কার ইবাদত করছে? কেন ইবাদত করছে? তাই কখনো সে ইবাদত করে জজবা ও আবেগে; আবার কখনো করে নিজ সম্প্রদায় বা সাথিদের অভ্যাস অনুকরণে। এমন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করে নেয়, খালি মাথায় দাড়ি মুণ্ডিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনো-বা সে এমন শরিয়ত বহির্ভূত নিয়মনীতিতে ইবাদত করে, যা কোনো জ্ঞানপাপী নির্ধারণ করে দিয়েছে। কখনো ইবাদত করে নিজের নফস ও প্রবৃত্তির পছন্দমাফিক পদ্ধতিতে। তাদের এমন অনেক পথপন্থা ও নিয়মনীতি রয়েছে, যার মোট হিসাব একমাত্র রাব্বুল ইবাদই বলতে পারবেন।

এরা সকলেই নিজেদের রব, দ্বীন ও শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা যে দ্বীন ও শরিয়ত দিয়ে রাসুল প্রেরণ করেছেন, যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন—এসবের কিছুই জানে না তারা। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর মনোনীত দ্বীন ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন বা মতবাদ গ্রহণ করবেন না। এসব লোকেরা আল্লাহ তাআলার সেসব গুণ সম্পর্কে জানে না, যার মাধ্যমে তিনি রাসুলদের ভাষ্যে বান্দাদেরকে নিজের পরিচয় দিয়েছেন; বলে দিয়েছেন নিজের পরিচয় ও ভালোবাসার পথপদ্ধতি। রব ও রবের ইবাদতের ব্যাপারে তাদের ন্যূনতম জ্ঞান নেই।

কিন্তু যার এ দুটি শক্তিই থাকবে—যে নিজের মাঝে ইলমি ও আমলি শক্তি রাখবে, সে আল্লাহর পথে সঠিকভাবে চলতে পারবে। তার থেকেই এগুলো বাস্তব কর্মে পরিণত হওয়া সম্ভব। এমন ব্যক্তিই আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্যে সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। কারণ,

বাধাবিপত্তি অনেক বেশি, অনেক কঠিন। এসব বাধাবিপত্তিকে এক এক করে ডিঙিয়েই তবে সামনে যেতে হয়। যদি বাধাবিপত্তি ও বিপদাপদ না থাকত, তাহলে আল্লাহর পথের অভিযাত্রীর অভাব হতো না। আল্লাহ চাইলে এ সকল বিপদাপদ দূরও করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার যা ইচ্ছা, তিনি তা-ই করেন। সময়ের ব্যাপারে বলা হয় যে, সময় হলো তরবারি, যদি তুমি তা দিয়ে কর্তন না করো, তবে সে তোমাকে কর্তন করবে। যদি পথচলা দুর্বল হয়, অন্তরে সাহস ও উচ্চ মনোবল না থাকে, পথের ব্যাপারে ইলম স্বল্প হয়, আর ভেতর ও বাহিরের বাধাবিপত্তি বেশি হয়—তবে বিপদ আসন্ন, দুর্ভাগ্য সুনিশ্চিত, শত্রুর আনন্দ অপ্রতিরোধ্য। অবশ্য আল্লাহ তাআলা যদি নিজ রহমতে অজানা কোনো স্থান থেকে রক্ষা করেন, তবে ভিন্ন কথা। তখন আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে তাকে ধরে রাখবেন—রক্ষা করবেন সকল দুর্যোগ থেকে। আর আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা।'

অন্তরই মনোবলের ক্ষেত্র

মনোবল অন্তরের কর্ম। আর অন্তরের ওপর অন্যের কর্তৃত্ব চলে না। পাখি যেমন নিজ ডানার ওপর ভর করে উড়ে যায়, তেমনই মানুষ তার হিম্মত বা মনোবলের ওপর ভর করে চলে। দেহকে বন্দী করে রাখা হয়—এমন সকল বন্দিশালা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে উড়ে বেড়ায় দিগন্তের খোলা আকাশে।

ইবনে কুতাইবা ﵀ হিকমত সম্পর্কে লিখিত কোনো এক গ্রন্থ থেকে এ কথাটি বর্ণনা করেছেন :

'উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি যদি নিচে পতিত হয়, তবুও তার হৃদয় উচ্চাসনই কামনা করে। যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—প্রজ্জ্বলনকারী যতই তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, তা শুধু ওপরেই উঠতে চায়।'[১৭]

১৭. উয়ুনুল আখবার : ৩/২৩১

মুমিনের মনোবল তার কর্মের চেয়েও শক্তিশালী

রাসুল ﷺ (হাদিসে কুদসিস্বরূপ) তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করে বলেন :

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً

'যে ব্যক্তি কোনো নেক আমল করার ইচ্ছা করেও আমল করতে পারেনি, আল্লাহ তাআলা তার জন্য পূর্ণ একটি নেকি লিখে দেন।'[১৮]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

'যে সত্য দিলে আল্লাহ তাআলার কাছে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে শহিদদের মর্যাদা দান করেন; যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।'[১৯]

জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়ার পর জিহাদে যোগ দেওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে—এমন ব্যক্তির ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেন :

قَدْ أَوْقَعَ اللهُ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ

'আল্লাহ তাআলা তাকে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন।'[২০]

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ

১৮. সহিহুল বুখারি : ৬৪৯১; ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত।

১৯. সহিহু মুসলিম : ১৯০৯, সুনানু আবি দাউদ : ১৫২০

২০. মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৩০০, সুনানুন নাসায়ি : ১৮৪৬, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৩১৮৯, মুসনাদু আহমাদ : ২৩৭৫৩। এ হাদিসের সনদ সহিহ।